ক্ষমতা ও সমাজ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক বিধান

মূল
খুররম মুরাদ

অনুবাদ
প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকের কথা

বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায় ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। এ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত সাইয়্যেদ আবুল আ'লা'র বিখ্যাত ভাষণ 'তেহরিক ইসলামি কি আখলাকি বুনিয়াদাইন' গত অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী বহুল পঠিত ও আলোচিত হয়ে আসছে। ভাষণটি প্রথমে ১৯৭৩ সালে লাহোর থেকে উর্দুতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব খুররম মুরাদ যুগোপযোগী ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ এর পূর্ণলিখন করেন- যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে থেকে ১৯৮৪ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য বইটি তারই বাংলা অনুবাদ।

যুগে যুগে আদর্শ সমাজ বিনির্মানের লক্ষ্যে চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক বদীউজ্জামান নুরসী, ইমাম খোমেনী, হাসান আল-বান্না, সাইয়েদ কুতুব, মুহম্মদ কুতুব আবদুল কাদের আওদা, রশিদ ঘানুশি, হোসাইন নসর, ওমর তিলমিসানি ও ফেতুল্লাহ গুলেন প্রমুখ যে রেনেসাঁর সূচনা করেছিলেন তা আজ পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যারা ইসলামের আলোকে সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চায় তাদের জন্যে এই বইটি অনন্য নির্দেশনায় ভরা।

বিশেষত, ইসলাম মানব সমাজে যে ধরণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, তার নেপথ্য নিয়ামকসমূহকে যারা অনুধাবন করতে চায় তাদের জন্যও বইটিতে সমৃদ্ধ তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু'জন মুসলিম মনীষীর লেখায় সমৃদ্ধ সমাজ ও ক্ষমতা পরিবর্তন সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের মাঝে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বইটি অত্যন্ত যত্নের সাথে বাংলায় অনুবাদ করেছেন দেশের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ। এছাড়া উক্ত অনুবাদের উপর মূল্যবান রিভিউ মতামত দিয়ে বইটি সমৃদ্ধ করেছেন বিশিষ্ট সমাজ চিন্তক শাহ আব্দুল হালিম। বিআইআইটি'র পক্ষ থেকে আমরা তাদের দু'জনসহ বইটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. এম. আবদুল আজিজ
ম্যানেজিং পার্টনার, বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের লক্ষ্য ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
ক্ষমতা ও সমাজ ৮১
ইসলামের মূল লক্ষ্য ৮৩

তৃতীয় অধ্যায়
নৈতিক শক্তির ভূমিকা ৯৭
মানুষের অন্তর্নিহিত জাগতিক ও নৈতিক সত্ত্বা ৯৭
নৈতিক নিয়ামক সমুহের ভূমিকা ৯৮
নৈতিকতা দুই ধরনের ৯৯
মৌলিক মানবিয় নৈতিকতা ৯৯
ইসলামী নৈতিকতা ১০২
মৌলিক নৈতিকতার ধারণা ১০২
মৌলিক নৈতিকতার বিস্তৃতি ১০৩
নৈতিকতার উন্নত স্তর ১০৪
মানুষের নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বিধান ১০৫
নৈতিক ও জাগতিক শক্তির তুলনামুলক ভূমিকা ১০৭
নৈতিকতার ক্ষমতা ১০৯
নৈতিকতাই প্রকৃত শক্তি ১১২
উম্মাহর বিপর্যয় ১১২

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী নৈতিকতা ১১৯
ইসলামী নৈতিকতার চার স্তর ১১৯
ইমান ১২০
ইসলাম ১২৩
তাকওয়া ১২৫
ইহসান ১২৯

উপসংহার ১৪৩

নির্ঘণ্ট-কুরআনের আয়াতসমূহ ১৪৯

ভূমিকা

১.

এ বইটি ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির ওপর লিখিত পুস্তক *তেহরিক ইসলামী কি আখলাকি বুনিয়াদাইন* (লাহোর ১৯৭৩)-এর নতুন এবং বর্ধিত ইংরেজি অনুবাদ। মূল গ্রন্থটি একটি উর্দু বক্তৃতার সঙ্কলন, যা ২১ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে (৮ জামাদিউল আউয়াল ১৩৬৪ হিজরি) বর্তমানে ভারতশাসিত পাঞ্জাবের পাঠানকোর্টে অবস্থিত দারুল ইসলামে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ হিসেবে প্রদত্ত হয়েছিল। এর পর উর্দু, বাংলা, ইংরেজিসহ পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়ে এর অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম ইংরেজি সংস্করণ লাহোর থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় The Moral Foundation of the Islamic Movement নামে।

ব্যাপক-সমাদৃত এ গ্রন্থটির বর্ধিত সংস্করণ বা পুনর্লিখন কেন করলাম তা এক বড় প্রশ্ন। মূল বইটি উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী গুরুত্বসম্পন্ন একটি মৌলিক কাজ। যাদের কাছে ইসলাম অনুসরণ মানে শুধু নিজের জন্যে আত্মসমর্পণই নয় বরং সমাজকে বদলে দেবার একটি সার্বিক আন্দোলন, তাদের জন্যে এটি একটি অবশ্যপাঠ্য পুস্তক। গ্রন্থটি তাদের জন্যেও জ্ঞানের এবং তথ্যের উৎস যারা সমকালীন ইসলামী রেনেসাঁকে বুঝতে চায়। বর্তমান ইংরেজি সংস্করণটিও সন্তোষজনক মানের নয়। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের সমকালীন চাহিদা; এ বইয়ের প্রথম সংস্করণের পর থেকে বিদ্যমান বিশ্ববাস্তবতার পরিবর্তন; মূল বই সম্পর্কে পাঠকের বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বইটির বিভিন্নমুখী পরিবর্ধন প্রয়োজন দেখা দেয়। এ অনুধাবন থেকেই আমি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ বর্ধিত সংস্করণ বা পুনর্লিখনের কাজ শুরু করি। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা অর্ধশতাব্দী আগে যা বলেছিলেন তা আজ কেন প্রয়োজন, বরং তা বর্তমান সময়ে কেন আরো বেশি শক্তভাবে বলা প্রয়োজন? তিনি তখন যেসব বিষয় নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা সেই সময় এবং বর্তমান সময়েও ইসলাম ও তার ইতিহাস অনুধাবনের জন্যে অত্যাবশ্যক। তিনি যে সব ইস্যু নিয়ে কাজ করেছেন যেমন নেতৃত্ব ও ক্ষমতার গুরুত্ব; ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি; ইতিহাসের আলোকে মানবজীবনে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গুরুত্ব; ইমান বা বিশ্বাসের সাথে জিহাদ বা চেষ্টার অবিভাজ্য সম্পর্ক; সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার গুরুত্ব; এসব বিষয় এখনো সমগুরুত্বের দাবিদার। তিনি মুসলিম

মননের যেসব স্ববিরোধিতা ও ভ্রান্তি উপলব্ধি করেছিলেন যেমন, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা অগ্রাধিকার নির্বাচনে ভ্রান্তি; মুসলমানদের বহুমুখী আনুগত্য; ধর্মের মূলে না গিয়ে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতায় নিমগ্ন থাকা; ইসলামের আধাআধি অনুসরণ; এসব সমস্যা মুসলমানদের মাঝে এখনো আছে। তিনি ইসলামের সঠিক নির্ভুল অনুসরণ; ক্ষমতা এবং ক্ষমতার সব উৎসকে খোদায়ী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ক্লান্তিহীন চেষ্টা -সাধনা করেছেন; বিশ্বাস ও কর্মে ইসলামের বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে যে তাগিদ দিয়েছেন তা এখন আরো তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানার সেই সময়ের বক্তব্য আরো বিশদভাবে পুনরুল্লেখ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা তখন মাত্র চার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ সেই প্রতিষ্ঠান ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এ ছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এর শুভানুধ্যায়ী আছে। বিশ্বের সকল ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক সংগঠনগুলোর ওপর এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন এখন এক বৈশ্বিক বাস্তবতা। বিশ্বায়নের এ সময়ে ইসলামী আন্দোলন ও পুনর্জাগরণের লক্ষ্য এর নীতি, মূল্যবোধ ও ক্ষমতার পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ যা ইসলাম পুনর্গঠিত করে, সে বিষয়ে আরো বেশি আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন। যারা ইসলামের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে এবং সমাজ ও বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চায় তাদের এসব বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। মাওলানার এ লেখা এমন সবাইকে জ্ঞান ও চিন্তার দিক থেকে সমৃদ্ধ করবে।

ইসলামী আন্দোলন সংগঠিত হয়ে একটি পুনর্জাগরণ ঘটাতে বা বিশ্বে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে ৫০ বছর একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিগত অর্ধশতকে ইসলামী আন্দোলন বহু অগ্রগতি, উত্থান-পতনের মোকাবেলা করেছে; বহু জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তার অনেকগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে; আর অনেকগুলো মোকাবেলায় এখনো সংগ্রাম রত। ইতোমধ্যে মুসলিম বিশ্ব অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করছে। অনেক দেশেই সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন সময়ে তিনি আমাদের মাঝে থাকলে এসব সমস্যা সমাধানে বর্তমান প্রজন্মকে নিশ্চয়ই নতুন

কোনো দিক নির্দেশনা দিতেন। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পুনর্জাগরণের নৈতিক যে ভিত্তি তিনি তুলে ধরেছেন সেই আলোকে আমরা বর্তমান সমস্যার সমাধান কিভাবে পেতে পারি? এসব ভাবনারই ফসল হচ্ছে এ বইটির বর্ধিত সংস্করণ। সাইয়্যেদ আবুল আ'লার কাজ ও চিন্তাকে বর্তমান পাঠকদের কাছে বোধগম্য ভাষায়, তাদের সমস্যা ও তার সমাধানের নির্দেশনাসহ পুনঃপরিবেশনাই উদ্দেশ্য। আমার আন্তরিক চেষ্টা ছিল যে লেখক মূল উর্দুতে যে ভাষণ দিয়েছেন তার স্পিরিট ও আবেগ যেন ইংরেজিতেও অনুভূত হয়। অনেকেই হয়তো অবগত নন যে, তিনি শুধু একজন বড় ইসলামী চিন্তাবিদই ছিলেন না, তৎকালীন উর্দু সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ লেখকও ছিলেন। তাঁর কথন এবং লেখনশৈলী উর্দু সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

বইটির অনুবাদের শিরোনাম The Moral Foundation of the Islamic Movement মূল বইটির পুরো উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্যে যথেষ্ট ছিল না বলে আমি নতুন শিরোনাম করেছি The Islamic Movement : Dynamics of Values Power and Change। বস্তুত এমন এক বিশাল কাজের বর্ণনা কোনো শিরোনাম দিয়েই সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। তার পরও আমি আশা করছি বর্তমান শিরোনামটি যথাসম্ভব স্পষ্ট এবং পূর্ণ হয়েছে।

যে বিষয়টি বর্তমান অনুবাদটিকে অতীতের সব ভাষার সকল অনুবাদ থেকে পৃথক করেছে তা হচ্ছে প্রচুর টীকা বা নোটের সংযোজন। এ টীকাগুলোর সংযোজন পাঠককে সহজে বুঝতে সাহায্য করবে যে মাওলানার বক্তব্য ইসলামের মূল ও অকৃত্রিম উৎসের সাথে কত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এ কাজে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তা পাঠকই বিবেচনা করবেন। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, আমার জন্যে এ সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ ছিল না। যে বইয়ের মূল রচয়িতা বেঁচে নেই, তার মাঝে সম্পূরক কিছু সংযোজন করা এক দুঃসাহসী কাজ। এ সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে অনেক দ্বিধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সর্বশেষে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাড়না অনুভব করেছি যে আমার সীমাবদ্ধতা থাকলেও আমি এ পুনর্লিখনের কাজটি করবো। কেননা বহুবিধ কারণে এর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমত, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা বারবার বলেছেন যে, এ বইয়ে তিনি যা বলছেন তার সবই হচ্ছে তাঁর কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সারমর্ম। তাঁর ভাষায় 'বন্ধুরা ... আমার এ ভাষণ হচ্ছে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান অর্জন করেছি তার সারাংশ, এটি আপনাদের ওপর কুরআনের আরোপিত মূল কাজ বা

মিশন'। একটু পরেই তিনি বলেছেন, 'যদি আমি কুরআন এবং হাদিসের বর্ণিত সীমারেখার বাইরে কিছু বলে থাকি এবং নতুন কিছু আরোপ করে থাকি তাহলে নির্দ্বিধায় আমার ভুল ধরিয়ে দিন'। প্রয়োজনে তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে পুস্তকের প্রয়োজনীয় সংশোধনেও প্রস্তুত ছিলেন তবে তা হতে হবে, তাঁর ভাষায়, শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এ বিশাল বিষয়ের বক্তব্য এত সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করতে গিয়ে সর্বত্র কুরআন হাদিসের রেফারেন্সগুলো প্রদান করতে লেখক সক্ষম হননি। আর সে সময়ের শ্রোতার জন্যে তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন তাঁর সেই কয়েকজন সহকর্মী যারা কয়েক দশক ধরে তাঁর তরজামানুল কুরআন পত্রিকার পাঠক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে জড়িত। কাজেই কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতিগুলো সে শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এ ছাড়াও এ বইয়ের উর্দু পাঠকদেরও এ সুবিধা ছিল যে লেখকের অন্যান্য উর্দু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ তাদের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। সে কারণে তার এ বইয়ের মর্মার্থ অনুধাবন এবং কুরআন-হাদিসের সাথে তার সাজুয্যকরণ তাদের জন্যে কিছু মাত্র কঠিন ছিল না। পক্ষান্তরে একুশ শতকের ইউরোপীয় বা ইংরেজিভাষী তরুন পাঠকের জন্যে অবশ্যই মাওলানার বক্তব্যের সাথে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স থাকাটা একান্ত আবশ্যক। এ জন্যে সহজতম উপায় হিসেবে আমি তার লেখার সাথে, যেখানেই পেরেছি সংশ্লিষ্ট কুরআন অথবা হাদিসের উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি। অবশ্যই এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর কৃত সমগ্র তাফহীমুল কুরআন এবং তাঁর অন্যান্য রচনার ওপর আমার গভীর অধ্যয়নের কারণে। ফলে আমার সংযুক্ত টীকা বা উদ্ধৃতিগুলো প্রকারান্তরে মূল লেখকেরই উদ্ধৃতি। তবুও এর যেকোনো ভ্রান্তির দায়িত্ব আমারই। সেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার নিজের উপলব্ধি, যুক্তি এবং কুরআন-হাদিসের উৎসে অনুসন্ধানের ফল। কাজেই সংশ্লিষ্ট টীকাগুলো মাওলানার পেশকৃত বক্তব্য বলে ধরে নেয়া সঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা তাঁর যুক্তি ও অনুসিদ্ধান্তসমূহ সে সময়ে ইসলামী পুনর্জাগরণের কর্মীদের ইসলাম বোঝার জন্যে তৎকালীন বাস্তবতা ও পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে পেশ করেছিলন। সেই আলোচনাকে তার আদি অকৃত্রিম অবস্থায় এখনো পেশ করাটা মূল লেখক বা তার বর্তমান কালের পাঠক কারো জন্যেই সুবিচার হবে না। মূল লেখকের এ অধিকার আছে যে সকল যুগের পাঠকই যেন যুগোপযোগী ভাষায় তাঁর পরিবেশিত ইসলামের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারে। যারা তাঁর সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করবেন তারাও যেন তাঁর যুক্তিকে

বুঝে অতঃপর মত ব্যক্ত করেন। অন্য দিকে যাঁরা তার যুক্তিকে গ্রহণ করবেন তারাও যেন তা এজন্যে গ্রহণ না করেন যে এটি সাইয়্যেদ আবুল আ'লার লেখা বরং এজন্যে যে এটি কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমি যে বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি তা হচ্ছে, আমি চেয়েছি ইসলাম নিয়ে যেকোনো আলোচনা যেন পাঠককে কুরআন এবং রসুল (স.)-এর আরো কাছে নিয়ে যায়। সেজন্যে আমি এ আত্মতৃপ্তি লাভ করছি যে আমার পাদটীকাগুলো অন্তত এ বিষয়ে পাঠককে কিছু সহায়তা করবে। আমার আশা এই যে মূল বইয়ের পঠনের সাথে পাদটীকার রেফারেন্সগুলোর অনুসন্ধান পাঠককে ধীরে ধীরে কুরআন ও হাদিসের বোদ্ধায় পরিণত করবে। তাদের কুরআন ও হাদিসের অনুসারী হতে সহায়তা করবে। ক্রমান্বয়ে এ পাঠক কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে তাদের নিজের জীবন এবং জগতকে পুনর্গঠিত করতে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে।

আমার বিশ্বাস এ বইটি বিভিন্ন ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ও পাঠচক্রের মূল পাঠ্য হতে পারে। আমার আগ্রহ সে দিকেই, যেন এসব পাঠচক্র ও ওয়ার্কশপ তার শ্রোতাদের জীবনকে কুরআন ও রসুল (স.)-এর আলোকে আলোকিত করে তোলে। তারা যেন কুরআনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। আমার এ প্রত্যাশা কতটুকু পূর্ণ হবে তা আমি আমার স্বল্পজ্ঞানে অনুমান করতে অক্ষম। সকল আশা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। তাঁর সাহায্য আর অনুমোদন ছাড়া কোনো সৎকাজই সম্পন্ন হতে পারে না। একমাত্র তাঁর দয়ার ওপর ভরসা করেই আমি এ চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দিয়েছি।

২.

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাইয়্যেদ আবুল আ'লার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। এ জন্যেই তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকার নিয়েছে। এতে তাঁর রচনার মর্যাদা ও প্রভাব মোটেও ক্ষুণ্ন হয়নি। তাঁর পক্ষে স্বল্প পরিসরে এবং সময়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় কোনো সমস্যা হয়নি। তিনি যাই বলেছেন তা সহজতম ও বোধগম্য ভাষায় বলেছেন। তাঁর সেসব কথা ছিল ব্যাপক ও গভীর অর্থবোধক। তাঁর যুক্তি সহজ ও সরল অথচ ক্ষুরধার ও অখণ্ডনীয়। তার নিজস্ব স্টাইল ছিল পাঠকের হৃদয়-মনকে নাড়া দেয়ার, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার এবং তাকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।